শিক্ষা,বিজ্ঞান, তথ্য ও প্রযুক্তিতে কন্যাশিশুর সমসুযোগ প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত

'শিক্ষা, বিজ্ঞান, তথ্য ও প্রযুক্তি নিশ্চিত করবে কন্যাশিশুর অগ্রগতি' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে গত ৪ অক্টোবর বাংলাদেশ শিশু একাডেমী ও জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম এর যৌথ উদ্যোগে সারা দেশে উদযাপিত হয়ে গেল জাতীয় **কন্যাশিশু** দিবস-২০১১।

রাজধানী ঢাকাতে বর্ণাঢ্য র‍্যালির মধ্য দিয়ে দিবসের কর্মসূচী শুরু হয়। র‍্যালিতে কন্যাশিশুর অধিকার সংরক্ষণে নানা স্লোগানসমৃদ্ধ ব্যানার ফেস্টুন বেলুন শোভা পায়। র‍্যালিটি সকাল ৯:০০ টায় পাবলিক লাইব্রেরি, শাহবাগ থেকে শুরু হয়ে বাংলাদেশ শিশু একাডেমীতে গিয়ে শেষ হয়। র‍্যালির উদ্বোধন ও নেতৃত্ব দেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী **ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এম,পি**। কন্যাশিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বিনোদনের সমঅধিকার নিশ্চিত করার অঙ্গিকার ব্যক্ত করে তিনি র‍্যালির উদ্বোধন করেন। র‍্যালিতে অংশ নেন বিটিভির সাবেক মূখ্য বার্তা সম্পাদক রফিকুল ইসলাম সরকার, ড. মেহের-ই-খোদা, এডভোকেসি ফোরামের সভাপতি ড. বদিউল আলম মজুমদার ও ফোরাম সম্পাদক জনাব নাছিমা আক্তার জলিসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। ৬২টি সংগঠন থেকে প্রায় দুই হাজার কন্যাশিশু সংগঠন প্রতিনিধি ও অভিভাবকগণ র‍্যালিতে অংশ নেন। অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে র‍্যালিটি সম্পন্ন হওয়ার জন্য শিশুএকাডেমি প্রাঙ্গনে কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরামের সভাপতি ও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. বদিউল আলম মজুমদার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

র‍্যালি শেষে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী মিলনায়তনে ড. বদিউল আলম মজুমদারের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় । সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এম,পি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের সচিব জনাব তারিক-উল-ইসলাম। আলোচক হিসেবে ছিলেন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর চেয়ারম্যান জনাব মুস্তাফা মনোয়ার, জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরামের সহসভাপতি অধ্যাপক লতিফা আকন্দ, সাবেক সচিব অধ্যাপক ডা. তাহমিনা হোসেন এবং প্ল্যান বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত কান্ট্রি ডিরেক্টর টিএম জাহিদ হোসেন।

প্রধান অতিথি **মাননীয় মন্ত্রী** তার বক্তব্যে বলেন, আমাদের সকলের চাওয়া কন্যাশিশুদের উন্নয়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠা। কন্যাশিশুরা পড়াশুনায় অনেক এগিয়েছে। তথ্য প্রযুক্তির সংস্পর্শে আসছে প্রতিনিয়ত। সকল কন্যাশিশুর এগিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের নিরাপত্তা এবং অগ্রগতির ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা তা করতে পারি সামাজিক প্রতিরোধ সৃষ্টির মাধ্যমে। সমসুযোগ ও সাম্যের মধ্য দিয়ে কন্যাশিশু বেড়ে উঠবে এবং সুন্দর জীবনের অধিকারী হওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি তার বক্তব্য শেষ করেন। বাংলাদেশের উন্নতি নির্ভর করছে কন্যাশিশুদের এগিয়ে যাওয়ার ওপর। তাই **জনাব মুস্তাফা মনোয়ার** তার বক্তব্যে সকলকে কন্যাশিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সম্মলিতভাবে কাজ করার যাবার আহ্বান জানান। **অধ্যাপক লতিফা আকন্দ** জাতি এবং সভ্যতার অগ্রগতি নিশ্চিত করতে চাইলে কন্যাশিশুদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে তাদের জন্য খোলা মাঠ এবং পর্যাপ্ত বেড়ানোর জায়গা নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব দেন। **সাবেক সচিব অধ্যাপক ডা. তাহমিনা হোসেন** ব্যাথা এবং আশা মিশ্রিত কণ্ঠে বলেন, মায়েরা অবচেতন মনে পরিবারে শিশুদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করে। তবে সরকার বৈষম্য অবসানে সকল শিশুদের জন্য সমসুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করছে। তিনি বলেন, সুখের বিষয় বাংলাদেশে বর্তমানে প্রাথমিক

পর্যায়ে কন্যাশিশুদের ভর্তির হার তুলনামূলক বেশি। বিশেষ অতিথি **জনাব তারিক-উল-ইসলাম** তার বক্তব্যে কন্যাশিশু ও নারীদের জন্য সরকার এর গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপসমূহের উল্লেখ করেন। যেমন- নারী উন্নয়ন নীতি, শিশু নীতি প্রণয়ন, স্কুল ফিডিং কমূসূচি বাস্তবায়ন। তিনি আরও বলেন, স্কুলে যাতে শিক্ষকরা শিশুদের প্রহার না করে সেজন্যে সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। কিশোরী ক্লাব প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তাদের জন্য প্রশিক্ষণ সুযোগ সৃষ্টি করছে সরকার। প্ল্যান বাংলাদেশ এর এ্যাকটিং কান্ট্রি ডিরেক্টর **জনাব টিম জাহিদ হোসেন** গল্পের মাধ্যমে কন্যাশিশুদের বঞ্চণার কয়েকটি চিত্র তুলে ধরেন এবং বলেন কন্যাশিশুদের অগ্রগমনের যাত্রায় প্লান বাংলাদেশ সম্পৃক্ত হওয়াতে আমরা গর্বিত।

জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম সভাপতি **ড. বদিউল আলম মজুমদার** অপুষ্টির দুষ্টচক্র বর্ণনা করে বলেন, কন্যাশিশুরা অপুষ্টিতে থাকলে তারা বড় হয়ে অপুষ্ট শিশু জন্ম দিবে। আমরা পাবো একটি অপুষ্ট জাতি। তাই কন্যাশিশুদের জন্য পরিমিত পুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

কন্যাশিশু দিবসের গুরুত্ব তুলে ধরে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরামের সম্পাদক জনাব **নাছিমা আক্তার জলি।**

আলোচনা সভায় ইউসেপ বাংলাদেশ, ঢাকা আহছানিয়া মিশন ও নারীমৈত্রী'র তিনজন কন্যাশিশু তাদের মতামত ব্যক্ত করে। শিশুরা পরিবারে এবং সরকারের কাছে নিরাপদ পরিবেশ প্রত্যাশা করে। শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দেশের সকল কন্যাশিশুকে সম্পৃক্ত করার দাবী করে তারা। দিবস উপলক্ষে কন্যাশিশু -৭ প্রকাশনা ও পোষ্টার এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

আলোচনা শেষে দেশব্যাপী চিত্রাঙ্কন এবং রচনা প্রতিয়োগিতায় বিজয়ী শিশুদের পুরস্কৃত করা হয়। পরে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিবসের অনুষ্ঠানমালার সমাপ্তি ঘটে।

বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রাকাশিত

জাতীয় কন্যাশিশু দিবস ২০১১ উপলক্ষে ৪ অক্টোবর দৈনিক সমকাল পত্রিকায় একটি বিশেষ ক্রোড় পত্র প্রকাশিত হয়। জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম ও প্ল্যান বাংলাদেশের সহায়তায় ক্রোড় পত্রটি প্রকাশিত হয়। এতে, মাননীয় রাষ্ট্রপতি মোঃ জিল্লুর রহমান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, এম.পি ও ভারপ্রাপ্ত সচিব তারিক-উল-ইসলাম, জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরামের সভাপতি ড. বদিউল আলম মজুমদার ও সম্পাদক নাছিমা আক্তার জলি, প্ল্যান বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর মায়রনা রেমাটা ইভোরা এবং বাংলাদেশ শিশু একাডেমী-এর চেয়ারম্যান মুস্তাফা মনোয়ার তাঁদের মূল্যবান বাণী প্রদান করেন।

ক্রোড় পত্রটি প্রকাশের মাধ্যমে দেশবাসীর কাছে কন্যাশিশুদের শিক্ষার পাশাপাশি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হয়। সামাজিক ও পারিবারিকভাবে কন্যাশিশুরা যেন নিরাপদে তাদের পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ লাভ করে সেই প্রত্যাশা এর মাধ্যমে ফুটে ওঠে।

রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উপলক্ষে দেশব্যাপী রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতাটিকে 'ক' ও 'খ' দু'টি গ্রুপে ভাগ করা হয়। ৫ম থেকে ৭ম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা 'ক' গ্রুপ ও ৮ম থেকে ১০ম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা 'খ' গ্রুপে এ অংশগ্রহণ করে। বিভিন্ন সংগঠনের আওতাধীন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী এবং সারা দেশের বিভিন্ন স্কুল থেকে প্রায় ১ হাজার ৬৮ জন ছাত্র-ছাত্রী 'ক' ও 'খ' গ্রুপে অংশগ্রহণ করে। এদের মধ্যে 'ক' গ্রুপে অংশগ্রহণকারী ছিল ৪৮৯ জন ও 'খ' গ্রন্নপে ছিল ৫৭৯ জন। 'ক' গ্রুপের বিষয় নির্ধারণ করা হয় 'কন্যাশিশুদের গুরত্ব'। এই গ্রন্নপে ১ম স্থান অধিকার করে শাহানূর মাকসুদা, ২য় স্থান অধিকার করে মো: মিন্টু মিয়া এবং ৩য় স্থান অধিকার করে সাবরিনা রশিদ। 'খ' গ্রুপের জন্য নির্ধারণ করা হয় 'শিক্ষাঙ্গনে কন্যাশিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে করণীয়' । এই গ্রুপে ১ম স্থান অধিকার করে মোছাঃ আদরী আক্তার, ২য় স্থান অধিকার করে মোঃ সাদ্দাম হোসেন এবং ৩য় স্থান অধিকার করে তৃষ্ণা রায় । প্রতিযোগিতায় বিচারক মন্ডলীর মধ্যে ছিলেন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ড. মেহের-ই-খোদা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হালিমা হক। দু'টি গ্রন্নপে সর্বচ্চো নাম্বারের ভিত্তিতে প্রথম ৬ জন করে মোট ১২ জনকে সার্টিফিকেট, ক্রেস্ট এবং শিশু উপযোগী বই দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়।

গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১১ দুপুর ৩.০০ টায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমীতে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর যৌথ উদ্যোগে এবং পস্ন্যান-বাংলাদেশের আর্থিক সহায়তায় দিবস উপলক্ষে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতাটি চারটি গ্রন্নপে ভাগ করা হয়। 'ক' গ্রন্নপের অংশগ্রহণকারীদের বয়স ছিলো ৩-৬ বছর ও বিষয় ছিল উম্মুক্ত। এই গ্রন্নপে ১ম স্থান অধিকার করে সৌমিক সেন, ২য় স্থান অধিকার করে অমি এবং ৩য় স্থান অধিকার করে ফাহমিদা জাহান অর্পা।'খ' গ্রন্নপের অংশগ্রহণকারীদের বয়স ছিলো ৭-৯ বছর ও বিষয় ছিল আমার বিদ্যালয়। এই গ্রুপে ১ম স্থান অধিকার করে আবু ইয়ামিন ইমন, ২য় স্থান অধিকার করেসৈয়দা মাঈশা তাহসিন এবং ৩য় স্থান অধিকার করে কাজী ফারহা মবিন। 'গ' গ্রন্নপে অংশগ্রহণকারীদের বয়স ছিল ১০-১২ ও বিষয় ছিল 'আমার স্বপ্নের ঢাকা'। এই গ্রন্নপে ১ম স্থান অধিকার করে শায়লা আক্তার ঊর্মি, ২য় স্থান অধিকার করে মাইশা মালিহা সিদ্দিকী এবং ৩য় স্থান অধিকার করে ললিতা এবং সবশেষ 'ঘ' গ্রুপের অংশগ্রহণকারীদের বয়স ছিল ১৩-১৬ বছর এবং বিষয় ছিলো তারুণ্য-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। এই গ্রুপে ১ম স্থান অধিকার করে মোঃ রুমানুজ্জামান অনিক, ২য় স্থান অধিকার করে নুর ইসলাম রিপন এবং ৩য় স্থান অধিকার করে আমরিন শাহরিয়ার। প্রতিযোগিতায় ঢাকার বিভিন্ন স্কুল ও প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় ৪০০ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। এখানে বিভিন্ন সংগঠনের অনানুষ্ঠানিক স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাও অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিল্পী জনাব হাসেম খান, চারুকলা ইন্সটিটিউট এবং জনাব সামিনা নাফিস, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী। প্রতিযোগিতায় প্রত্যেকটি গ্রন্নপে থেকে ৫ জন করে মোট ২০জন অংশগ্রহণকারীকে সার্টিফিকেট, ক্রেস্ট, শিশুপাঠ উপযোগী বই দিয়ে পুরুস্কৃত করা হয়

সচেতনতামূলক বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উপলক্ষে গত ০৯ অক্টোবর ২০১১ জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম ও ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির যৌথ উদ্যেগে জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সচেতনতামূলক বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ এর পরিচালনা ও সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত বিতর্ক প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল "প্রযুক্তির সহজলভ্যতাই কন্যাশিশুর পরিপূর্ণ বিকাশ নিশ্চিত করবে"। সংসদীয় পদ্ধতির এই প্রতিযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ৬জন বিতার্কিক অংশগ্রহণ

করে। ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি সরকারি দল ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিরোধী দল হিসেবে তাদের যুক্তির স্বপক্ষে বক্তব্য উপস্থাপন করেন । প্রযুক্তির সহজলভ্যতার পাশাপাশি শিৰা থেকে কন্যাশিশুর ঝরে পরা রোধ করার উপর তার্কিকগণ গুরত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী **নুরুল ইসলাম নাহিদ**, এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজের চেয়ারম্যান **ড. মাহফুজুর রহমান**, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা **সুলতানা কামাল**, জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসিফোরামের সভাপতি **ড. বদিউল আলম মজুমদার**,রাষ্ট্রবিজ্ঞানী **অধ্যাপক দিলারা চৌধুরী** ও ফোরাম সম্পাদক **নাছিমা আক্তার জলি**।

বিচারকদের পর্যবেক্ষণে দুই দলই ১০০ নম্বরের মধ্যে ৮৫ নম্বর অর্জন করে। বিতর্ক শেষে অংশগ্রহণকারী বিতার্কিকদের মধ্যে ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট ও বই প্রদান করা হয়।

সারাদেশে কন্যাশিশু দিবস উাদযাপনের প্রতিবেদন-

প্রতি বছর ৩০ সেপ্টেম্বর কন্যাশিশু দিবস পালন করা হয়ে থাকলেও সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক এ বছর ০৪ অক্টোবর কন্যাশিশু দিবস পালন করা হয়। দিবসটিকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী নানামূখী কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। উল্লেখযোগ্য কর্মসূচির মধ্যে ছিল রচনা প্রতিযোগিতা, চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, কুইজ প্রতিযোগিতা, উপস্থিত বক্তৃতা, বিশেষ ঘোষণা, পথনাটক, মানববন্ধন, সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা, আালোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান এবং র‍্যালি। এছাড়াও পোষ্টার, লিফলেট, বিশেষ ক্রোড়পত্র এবং কন্যাশিশু-৭ বই প্রকাশ করা হয়। ১০টি অঞ্চলের মধ্যে **সিলেটে** ২২টি স্থানে, **ঝিনাইদহে** ৬৫ টি স্থানে, **বরিশালে** ২৭ টি স্থানে, **খুলনায়** ৮২ টি স্থানে, **ঢাকার** ৩৫ টি স্থানে, **চট্টগ্রামে** ৩৫ টি স্থানে, **কুমিল্লায় ১**৫টি, **ময়মনসিংহে ১**১০টি, **রংপুরে** ৬০টি, **রাজশাহীতে** ৩৮টি স্থানে দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করা হয়।

কন্যাশিশুর বিকাশে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ একটি প্লাটর্ফম বলে দাবি করল মানিকগঞ্জবাসী

মানিকগঞ্জের সাবিস মিলনায়তনে জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম মানিকগঞ্জ জেলা কমিটি ও দেবেন্দ্র কলেজ ইউনিট যৌথভাবে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০**১১** উপলক্ষে আলোচনা সভা ও র‍্যালীর আয়োজন করে। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রূপালী ব্যাংকের পরিচালক ও মানিকগঞ্জের পিপি জনাব আব্দুস সালাম। আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ যে কন্যাশিশুর বিকাশের জন্য একটা প্লাটফরম তৈরী করেছে এটি আমাদের জাতির জন্য একটা বড় বিনিয়োগ হয়ে থাকবে এবং এবারের যে প্রতিপাদ্য তা অত্যন্ত সময়পোযোগী। কন্যাশিশুর বিরুদ্ধে সমাজে বিদ্যমান যে বৈষম্য রয়েছে তার অবসান করার জন্য পরিবার থেকে লড়াই শুরু করার তাগিদ দেন আলোকচকরা।

সোনারগাঁও উপজেলা শহরের অসংখ্য শিশুদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হল রচনা প্রতিযোগিতা

নারায়নগঞ্জ জেলার আড়াই হাজার, ফতুল্লা, সিদ্ধিরগঞ্জ, কায়েত পাড়া ও সোনারগাঁয়ে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করা হয় দিবসটি। সোনারগাঁও উপজেলার পাইলট গার্লস স্কুলে দিবসকে ঘিরে আলোচনা সভা ও রচনা

প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। রচনা প্রতিযোগিতায় সোনারগাঁও এর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৩০০ শিশু ও শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠান শেষে একটি বর্নাঢ্য র‍্যালী শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

শিক্ষা কন্যাশিশুর সকল উন্নতি ও অীগ্রগতির চাবিকাঠি বলে বিশ্বাস করে কুমিল্লাবাসী

জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উপলক্ষে কুশিল্লার টাউন হলে আলোচনা সভা ও স্বরচিত কবিতা লেখার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ রেজাউল আহসান। সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ মমিনুল হক চৌধুরী। জেলা প্রশাসক বলেন, কন্যাশিশুদের বাদ দিয়ে কোন জাতি নিজেকে কল্পনা করতে পারে না। তাই জাতির মেরুদন্ড শক্ত করতে হলে শিক্ষার আলোয় কন্যাশিশুদেরকে আলোকিত করতে হবে। তাহলে তারা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে। ফলে বাল্যবিবাহ ও যৌন হয়রানির মতো ঘৃণ্য অপরাধ পুরোপুরি বন্ধ হবে বলে বিশ্বাস করেন মোঃ রেজাউল আহসান। সভায় উপস্থিত গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও এলাকাবাসীরাও কন্যাশিশুর সকল উন্নতি ও অীগ্রগতির জন্য শিক্ষাকে চাবিকাঠি বলে মনে করেন। আলোচনা সভা শেষে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন জনাব মোঃ রেজাউর আহসান।

আশুগঞ্জে বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের উদ্যোগে পালিত হল কন্যাশিশু দিবস

আশুগঞ্জের আড়াইসিধা ইউনিয়নে দিবসটি উপলক্ষে যথারীতি র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিতি নারী নেত্রী আম্বিয়া বেগম কন্যাশিশু দিবসের কার্যক্রমকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়। তিনি বলীষ্ঠ কন্ঠে বলেন, পারিবারিকভাবে যদি বাল্যবিবাহের হার রোধ করা যায় তাহলে অনেক কন্যাশিশু তাদের সম্ভাবনাময় ভবিষতের দিকে সুন্দরভাবে এগিয়ে যেতে পারবে। তিনি বলেন, প্রতিবছর অসংখ্য কন্যাশিশু বাল্যবিবাহের শিকার হয়ে প্রাথমিক শিক্ষা থেকেই ঝড়ে পড়ে, এই অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে। এর পেছনে জোরালো ভূমিকা পালন করতে পারেন অভিভাবকগণ। তার এই বক্তব্য সভায় উপস্থিত অনেক নারী এবং অভিভাবককে উৎসাহিত করে। সভায় আরেকজন নারী নেত্রী হোসনেআরা বলেন, আত্মনির্ভশীল বাংলাদেশ গড়ে তুলতে নারীর ক্ষমতায়নের পথে বাধাগুলো সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দূর করতে হবে।

কন্যাশিশুদের অগ্রগতি নিশ্চিত করতে মৌলভীবাজারে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

মৌলভীবাজারের আমতৈল ইউনিয়ন সদরের কন্যাশিশু দিবস উপলক্ষে বেশ কিছু অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এর মধ্যে অন্যতম ছিল আলোচনা সভা। সভায় ইউপি সদস্য কন্যাশিশুদের অগ্রগতির লক্ষ্যে সকলকে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। এরপর সভায় উপস্থিত অভিভাবকগন তাদের কন্যাশিশুদের অগ্রগতির জন্য সচেতন হওয়ার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। আলোচকবৃন্দ কন্যাশিশুদের বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারের প্রয়োজনীয়তার কথা তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরেন।

শ্রীমঙ্গলে কন্যাশিশুদের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণে বর্ণাঢ্য র‍্যালি অনুষ্ঠিত

শিশু বাঁচলেই বাচবে দেশ, বাঁচবে পৃথিবী। শুধু ছেলে শিশুই নয়, কন্যশিশুর উপরও নির্ভর করছে গোটা পৃথিবীর ভবিষ্যৎ। জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তারা এই উক্তিটি করেন।

আলোচকবৃন্দ বলেন, একজন সুস্থ সবল ও শিক্ষিত মা এই পৃথিবীকে একজন যোগ্য ও দক্ষ সন্তান উপহার দিয়ে গর্বিত করতে পারে। তাই, তাদের প্রতি যত্নবান হওয়া খুবই গুরত্বপূর্ণ। আলোচনা শুরু আগে উত্তর বরুনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গন থেকে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয় বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক ও উজ্জীবকদের আয়োজনে।

কন্যাশিশুদের এক ধাপ এগিয়ে নিতে ডুমুরিয়া উপজেলার স্থানীয় উজ্জীবক সংগঠনের বিশেষ ঘোষণা

'নিজ এলাকায় কন্যা ও পঙ্গুশিশুদের সুস্থতার জন্য চিকিৎসা সেবা সংক্রান্ত সহযোগিতা প্রদান এবং শিক্ষা বিষয়ক যাবতীয় উপকরণ অর্ধেক মূল্যে প্রদান করা হবে।' খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার নোয়াকাটিতে স্থানীয় উজ্জীবক সংগঠন 'শিশু শিক্ষা ও কল্যান তহবিল সংঘ' এ ঘোষণা দেয়। কন্যাশিশু দিবস পালন উপলক্ষে ব্যতিক্রম ধর্মী আয়োজনের অংশ হিসিবে তারা এই উদ্যোগ নিয়েছেন বলে জানান। ঘোষণা প্রদানের সময় নোয়কাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোমেনা বেগম সহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সুবিধাবঞ্চিত কন্যাশিশুদের পঞ্চম শ্রেনী পর্যন্ত পড়ার সুযোগ করে দিল দিঘলিয়া উপজেলার উজ্জীবকরা

খুলনার দিঘলিয়া উপজেলার আড়ংঘাটা ইউনিয়নে উজ্জীবকদের উদ্যোগে গড়ে উঠেছে একটি কিন্ডার গার্টেন স্কুল। এই স্কুলে সকল শিশুদের পাশাপাশি এলাকার সুবিধা বঞ্চিত কন্যাশিশুদের শিক্ষালাভের সুযোগ করে দিল স্কুলটির উপদেষ্টামন্ডলী ও উজ্জীবকরা। কন্যাশিশু দিবস উপলক্ষে তারা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এসময় মনিহার আইডিয়াল স্কুলের প্রধান শিক্ষক গৌতমী মন্ডল সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

কন্যাশিশুকে সঠিকসময়ে স্কুলে পাঠানোর অঙ্গীকার করলেন ভোলার কয়েকজন অভিভাবক

ভোলা সদরের মাসুমা খানম স্কুল প্রঙ্গনে কন্যাশিশু দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভার আযোজন করা হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মানবাধিকার চেয়ারম্যান নুরে আলম তোহা । তিনি বলেন, কন্যাশিশুর সমঅধিকার নিশ্চিত করতে অভিভাবকদের সচেতন করে তুলতে হবে। সভায় কয়েকজন কন্যাশিশুর অভিভবকগণ উপস্থিত ছিলেন। তারা তাদের কন্যাদের সঠিক সময়ে স্কুলে পাঠানো এবং বৈষম্যহীন আচরণ করবেন বলে সভায় উপস্থিত সকলের সামনে অঙ্গীকার করেন। অনুষ্ঠানে প্রায় ২০০ জন কন্যাশিশু স্বতঃফূর্তভাবে উপস্থিত ছিল।

ম্যাধমিক পর্যায়ে কন্যাশিশুর ঝড়ে পড়া রোধ করতে অভিবাবকদের সচেতন করার আহবান ঝালকাঠিতে

ঝালকাঠি জেলা প্রশাসন ও শিশু একাডেমীর আয়োজনে কন্যাশিশু দিবস পালন করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে ছিলো র‍্যালি ও আলোচনা সভা। র‍্যালি উদ্বোধন করেন ঝালকাঠী জেলার মাননীয় জেলা প্রশাসক জনাব অশোক কুমার বিশ্বাস। র‍্যালি শেষে জেলা শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে সংক্ষিপ্ত আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে ঝালকাঠী জেলার জেলা প্রশাসক জনাব অশোক বিশ্বাস ও সভাপতি হিসেবে ঝালকাঠি জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা বেগম নারগীস সুলতান বক্তব্য রাখেন। বক্তরা কন্যাশিশুদের শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব প্রদান এবং ম্যাধমিক পর্যায়ে তাদের ঝড়ে পড়া রোধ করতে অভিভাবকদের সচেতন করার আহবান জানান। পরিবারই প্রধান শিক্ষা কেন্দ্র তাই ইভটিজিং প্রতিরোধে প্রশাসনের পাশাপাশি পরিবারে ভূমিকা সবচেয়ে বেশি বলে

মন্তব্য করেন বক্তারা। সভায় কন্যাশিশুরা নিরাপদ পরিবেশে যেন স্কুলে যেতে পারে সেই পরিবেশ নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করা হয়।

উপস্থিত বক্তৃতার আয়োজন করল কালীগঞ্জ উপজেলা

কন্যাশিশু দিবস উপলক্ষে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলায় ব্যতিক্রমধর্মী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এর মধ্যে উপস্থিত বক্তৃতা এবং সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা ছিল অন্যতম। দৌলতপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিচারক হিসেবে বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মোঃ জাহিদুল ইসলাম ও মোঃ সাখাওয়াত হোসেন উপস্থিত ছিলেন। তারা বিজয়াদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

আবৃতি, অভিনয়, চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভা আয়োজনের মধ্য দিয়ে ঝিনাইদহের মহেশপুরে কন্যাশিশু দিবস পালন

ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর ইউনিয়নে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে স্বত:স্ফূর্তভাবে কন্যাশিশু দিবস পালন করা হয়। আয়োজন এর মধ্যে ছিল আবৃতি, অভিনয়, চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বিভিন্ন ধরণের এই প্রতিযোগিতায় প্রায় ৪০০ শিশু, কিশোর-কিশোরী অংশগ্রহণ করে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। আলোচনা সভায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সরকারী-বেসরকারী কলেজের অধ্যাপকগণ, কবি, সাহিত্যিক, নাট্য সংসদের প্রতিনিধি, বেসরকারী বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিগণসহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষার পাশাপাশি প্রযুক্তিগত শিক্ষায় কন্যাশিশুদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলার আহ্বানের মধ্য দিয়ে কর্মসূচির সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

লোহাগাড়ায় কন্যাশিশুর সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার

পীরগঞ্জ উপজেলার লোহাগাড়ায় পালিত হলো জাতীয় কন্যাশিশু দিবস ২০১১। বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম ও এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় এবং স্থানীয় স্বেচ্ছসেবী সংগঠন-দোয়েল সংস্থা লোহাগাড়া এলাকার জশাইপাড়া গ্রামে উঠান বৈঠকের আয়োজন করে। বৈঠকে কন্যাশিশুর প্রতি যত্নবান হওয়ার গুরুত্ব তুলে ধরে বক্তারা বলেন, আজকের কন্যাশিশু ভবিষ্যৎ সন্তানের মা, তাই তাদের প্রতি বিশেষ যত্নবান হওয়া জরুরি। এই তাগিদ থেকেই বৈঠকে উপস্থিত, সংস্থার কর্মকর্তা ও এলাকার অর্ধশত নারী এবং বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রীরা কন্যাশিশুর সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করেন।

ছেলে শিশুর পাশাপাশি কন্যাশিশুকে বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষায় শিক্ষিত আহ্বান জানিয়ে কুড়িগ্রাম জেলায় দিবস পালন

সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক-জয়পুরহাট জেলা কমিটি, কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম এবং বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-জয়পুরহাট জেলা কমিটির যৌথ আয়োজনে জাতীয় কন্যা শিশু দিবস-২০১১ এর কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় । দিবস উপলক্ষে ৪ অক্টোবর মানব বন্ধনের আয়োজন করা হয়। মানববন্ধন শেষে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, কন্যাশিশুর বিকাশে সরকার, পরিবার ও সমাজের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই মূখ্য ভূমিকা পালন

করতে হবে। ছেলে শিশুর পাশাপাশি কন্যাশিশুকে বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানান।

কন্যাশিশুর যথাযথ বেড়ে ওঠার পরিবেশ তৈরির প্রতিশ্রুতি ঠাকুরগাঁয়ে

ইয়ূথ এন্ডিং হাঙ্গার- ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজ ইউনিটের উদ্যোগে কন্যাশিশু দিবস উপলক্ষে র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করে। সভায় কন্যাশিশুদের শিক্ষার সুযোগ এবং বিজ্ঞান, তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। বক্তারা বলেন, একটি আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য নারীর অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে হবে। এই উপলব্ধি থেকে বক্তারা কন্যাশিশুর অধিকার রক্ষার অঙ্গীকার করেন। সরকারি-বেসরকারি সকল গুরুত্বপূর্ণ পদে আজ যুক্ত হচ্ছেন নারীরা, এ সংখ্যাকে উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করতে হলে কন্যাশিশুর যথাযথ বেড়ে ওঠার পরিবেশ তৈরি করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন উপস্থিত বক্তারা। সভায় সরকারী, বেসরকারী কর্মকর্তাগণ ছাড়াও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

কন্যাশিশুর প্রতি বৈষম্যে দূর করার আহ্বান জানালো কুড়িগ্রামবাসী

গরীব উন্নয়ন সংস্থা, কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম উপজেলা কমিটি, রাজিবপুর ও স্থানীয় উজ্জীবকবৃন্দ-এর আয়োজনে বর্ণাঢ্য র‍্যালি কোদালকাটি অফিস থেকে কোদালকাটি হাইস্কুল চত্বর হয়ে ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে এসে শেষ হয়। র‍্যালি শেষে ইউপি হলরুমে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোদালকাটি ইউনিয়ন পরিষদ এর ভাইস চেয়ারম্যান মোছাঃ নুরিমা বেগম। অনুষ্ঠানটি সভাপতিত্ব করেন কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম এর সভাপতি জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ । মোছাঃ নুরিমা বেগম বলেন, আমাদের ভবিষৎ প্রজন্মকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হলে কন্যাশিশুদের নিরাপদ বিকাশের সুযোগ করে দিতে হবে। মানবাধিকার কমিটির সভাপতি জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম বলেন, জন্ম লগ্ন থেকেই কন্যাশিশুরা যে বৈষম্যের শিকার হয় তার প্রতিফলন ঘটে তাদের সামাজিক জীবনে। তাই তাদের দিকে আমাদের সুনজর রাখতে হবে। সামাজিক ও পারিবারিকভাবে কন্যাশিশুদের বৈষম্যেহীন পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

নিজ এলাকায় আর একটিও বাল্যবিবাহ ও যৌতুকের মতো ঘৃণ্য অপরাধ করতে দিবে না পবা উপজেলাবাসী

কন্যাশিশু দিবস উপলক্ষে পবা উপজেলার বড়গাছি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল রানা ও নারী নেতৃ রহিমা বেগম নেতৃত্বে র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান এবং এলাকাবাসী বড়গাছি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সালমা খাতুন নামের একজন শিক্ষার্থীর বিয়ে বন্ধ করেন। এরপর এলাকাবাসী কন্যাশিশু দিবসে অঙ্গীকার করেন যে, নিজ এলাকায় আর একটিও বাল্যবিবাহ ও যৌতুকের মতো ঘৃণ্য অপরাধ কেউ করতে পারবে না।

কন্যাশিশুর প্রতি যত্নবান ও অনুকূল পরিবেশ তৈরির জন্য শপথ গ্রহণ করে উলিপুরবাসী

কুড়িগ্রামের উলিপুর উপজেলার বুড়াবুড়ি ইউনিয়নে কন্যাশিশু দিবস উপলক্ষে প্রতিবারের মতো এবারও র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। র‍্যালি শেষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় বিশেষ অতিথি

মোছাঃ মনোয়রা বেগম বলেন, কন্যাশিশুদের সুন্দর পরিবেশ তৈরি হলে সমাজ ইতিবাচক ফল ভোগ করবে। সভা শেষে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ কন্যাশিশুর প্রতি যত্নবান ও অনুকূল পরিবেশ তৈরির জন্য শপথ নেয়।

নেত্রকোনা ও সুনামগঞ্জ জেলায় দিবস পালনের মধ্য দিয়ে কন্যাশিশুদের প্রতি অভিবাবকদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করার প্রচেষ্টা চালানো হয়

নেত্রকোনা ও সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশাসহ বিভিন্ন উপজেলার মোট ২৪টি স্থানে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস পালিত হয়। দি হাঙ্গার প্রজেক্টের স্বেচ্ছাব্রতী প্রশিৰক, নারীনেত্রী, উজ্জীবক, ইয়ূথ লিডাররা দিবস উদযাপনে গুরত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে। দিবস উদযাপনের মধ্য দিয়ে কন্যাশিশুদের প্রতি অভিবাবকদের মধ্যে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির তৈরির চেষ্টা করা হয়। গৃহীত কর্মসূচিসমূহে তৃনমূল পর্যায়ের মানুষকে সচেতন করতে সহায়ক ভুমিকা পালন করে। কন্যাশিশুর অধিকার ও তাদের সুযোগ সুবিধাকে উদার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে পারলেই নারীর ৰমতায়ন আরো একধাপ এগিয়ে যাবে বলে স্থানীয় সবাই আশাবাদী ।

টাঙ্গাইল জেলায় জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উদযাপন

গত ০৪ অক্টোবর ২০১১ টাঙ্গাইল জেলার বিভিন্ন উপজেলার মোট ২৬টি স্থানে যথাযথ মর্যদায় পালিত হয় জাতীয় কন্যাশিশু দিবস ২০১১। এবারের দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল শিৰা, বিজ্ঞান, তথ্য ও প্রযুক্তি, নিশ্চিত করবে কন্যাশিশুর অগ্রগতি। টাঙ্গাইলের জেলার নাগরপুরের গয়হাটা, ভারড়া, নাগরপুর, **দেলদুয়ারের** এলাসিন, সদরের পৌরসভা, **মির্জাপুরের** ফতেপুর ও পৌরসভা **কালিহাতীর** নাগবাড়ী, **ঘাটাইলের** পৌরসভা, দেউলাবাড়ী, **মধুপুরের** পৌরসভা, অরনখোলা, শোলাকুড়ি,**গোপালপুরের** পৌরসবাও হেমনগর এবং **ভূঁইয়াপুর উপজেলার** ফলদা ইউনিয়নসহ বিভিন্ন স্থানে উক্ত দিবসটি উদযাপন করা হয়। এতে প্রায় ১৮০০নারী ও ৭০০ পুরন্নষ অংমগ্রহণ করেন। দি হাঙ্গার প্রজেক্টের স্বেচ্ছাব্রতী প্রশিৰক, নারীনেত্রী, উজ্জীবক,ইয়ূথ লিডারগণ দিবসটি উদযাপনের গুরত্ব পূর্ন ভুমিকা পালন করে। দিবসটি উদযাপনে মাধ্যমে কন্যাশিশুদের সম্পর্কে অভিবাবকদের মাঝে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির তৈরী করা হয়।

জামালপুর জেলায় জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উৎযাপন

গত ০৪ অক্টোবর ২০১১ জামালপুর জেলার বিভিন্ন উপজেলার মোট ৬টি স্থানে যথাযথ মর্যদায় পালিত হয় জাতীয় কন্যাশিশু দিবস ২০১১। এবারের দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল শিৰা, বিজ্ঞান, তথ্য ও প্রযুক্তি, নিশ্চিত করবে কন্যাশিশুর অগ্রগতি। এতে প্রায় ৯০০নারী ও ২০০ পুরন্নষ অংমগ্রহণ করেন। দি হাঙ্গার প্রজেক্টের স্বেচ্ছাব্রতী প্রশিৰক, নারীনেত্রী, উজ্জীবক,ইয়ূথ লিডারগণ দিবসটি উদযাপনের গুরত্ব পূর্ন ভুমিকা পালন করে। দিবসটি উদযাপনে মাধ্যমে কন্যাশিশুদের সম্পর্কে অভিবাবকদের মাঝে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির তৈরী করা হয়। জামালপুর জেলার সদর উপজেলার পৌরসভা,মেষ্টা, দেওয়ানগঞ্জের পৌরসভা, বাহাদুরাবাদ এবং বকসীগঞ্জের বকসীগঞ্জ ইউনিয়নসহ বিভিন্ন স্থানে উক্ত দিবসটি উদযাপন করা হয়।

কিশোরগঞ্জ জেলায় জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উদ্‌যাপন

শিৰা, বিজ্ঞান, তথ্য ও প্রযুক্তি, নিশ্চিত করবে কন্যাশিশুর অগ্রগতি- এই প্রতিপাদ্য বিষয় কে সামনে রেখে কিশোরগঞ্জ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় মোট ৩১টি স্থানে গত ০৪ অক্টোবর যথাযথভাবে পালিত হয় জাতীয় কন্যাশিশু দিবস ২০১১।। এতে প্রায় ১৫০০ নারী ও ১০০০ পুরম্নষ অংশগ্রহণ করেন। দি হাঙ্গার প্রজেক্টের স্বেচ্ছাব্রতী প্রশিৰক,কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম, নারীনেত্রী, উজ্জীবক,ইয়ূথ লিডারগণ দিবসটি উদযাপনে গুরত্বপূর্ন অবদান রাখেন। দিবসটি কিশোরগঞ্জ জেলার সদর, করিমগঞ্জ, কটিয়াদী, হোসেনপুর, পাকুন্দিয়া, তাড়াইল উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে র‌্যালি ও আলোচনা মধ্য দিয়ে উদযাপন হয়। শিশুদের বিকাশ ও অধিকার নিশ্চিত করতে ও তৃনমুল পর্যায়ের মানুষকে সচেতন করতে সহায়ক ভুমিকা পালন করে যাচ্ছে। কন্যাশিশুর প্রতি মানুষের নেতিবাচক মনোভাব আস্েস্ব আস্েস্ব দূর হচ্ছে। কন্যাশিশুর অধিকার ও তাদের সুযোগ সুবিধাকে উদার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে পারলেই নারীর ৰমতায়ন আরো একধাপ এগিয়ে যাবে।

বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে দৃঢ় অঙ্গিকার ব্যক্ত করল ইসলামপুরের ইয়ুথ লিডাররা

কক্সবাজার সদর উপজেলার ইসলামপুর ইউনিয়নে গত ৪ অক্টোবর জাতীয় কন্যশিশু দিবস ২০১১ অনুষ্ঠিত হয়। র‌্যালির ও আলোচনাসভার মধ্য দিয়ে কর্মসূচি শুরু হয়। র‌্যালি শেষে আলোচনা সভায় বক্তারা নিরক্ষরতা দূরিকরণ ও বাল্য বিবাহ বন্ধ করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। ইয়ূথ লিডারদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এসকল কর্মসূচিতে তারা বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে দৃঢ় অঙ্গিকার ব্যক্ত করে এবং প্রশসনকে সম্পৃক্ত করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

কুসুম্বা ইউনিয়নে দিবস উপলক্ষে প্রতিরোধ কমিটি গঠন

জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি উপজেলার কুসুম্বা ইউনিয়নের রুনিহালী নারী মুক্তি সেবা সংস্থার কার্যালয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় যৌতুক বন্ধে ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ একটি কমিটি গঠন করা হয়। প্রতি মাসে নির্ধারিত সময়ে এই কমিটির সদস্যবৃন্দ পর্যালোচনা সভা আয়োজনের করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এবং কন্যামিশুদের উপর সকল ধরনের নির্যাতন প্রতিরোধে জরুরী পদক্ষেপসমূহ নিয়ে এই সভায় আলোচনা করার প্রতিশ্রুতি নেন।

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত পাবনা জেলায়

কন্যাশিশু দিবসে পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার সাগরকান্দি ইউনিয়নের মাঝিপাড়া গ্রামে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে উঠান বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বৈঠকে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পরিকল্পনা করা হয়। এলাকার প্রায় ৫০ জন নারী ও পুরুষ এসময় উপস্থিত ছিলেন। সভায় কন্যাশিশুদের নিরাপদে স্কুলে যাওয়ার পরিবেশ নিশ্চিত করতে বছরব্যাপী ইভটিজিং বিরোধী প্রচারাভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তিগত শিক্ষায় কন্যাশিশুকে শিক্ষিত করার আহ্বান জানিয়ে রাজশাহী অঞ্চলে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস পালিত

রাজশাহী উপশহর স্যাটেলাইট টাউন উচ্চ বিদ্যালয় মিলনায়তনে জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম-রাজশাহী জেলা কমিটির আয়োজনে বক্তৃতা ও কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বিদ্যালয়ের প্রায়

৩শতাধিক শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে ২৯ সেপ্টেম্বর উপস্থিত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতা শেষে ফোরাম সভানেত্রী জায়তুনা খাতুনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিসংখ্যান ব্যুরোর উপ-পরিচালক (উপসচিব) মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন, কন্যাশিশু ফোরামের এই কার্যক্রমের মধ্যদিয়ে কন্যাশিশুদের বিকাশে এবং তাদের মধ্যে তথ্য-প্রযুক্তির প্রসারে বিশেষ ভুমিকা রাখবে। দিবসের অংশ হিসেবে রাজশাহীর চারঘাট উপজেলার সরদহ ইউনিয়নে সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা ও র‍্যালীর আয়োজন করা হয়। র‍্যালিতে শিক্ষার্থী, অভিভাবসহ সহ বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। দিবস উপলক্ষে মোহনপুর, বগুড়া সদরে, জয়পুরহাটের কালাই, পাঁচবিবিতে, নাটোর ও নওগাঁয় বিজ্ঞান শিক্ষা ও তথ্যপ্রযুক্তিতে কন্যাশিশুকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের প্রচারাভিযান পরিচালনা করেন ফোরাম সদস্যরা।

ইভটিজিং প্রতিরোধে ঈশ্বরদীর প্রতিটি ওয়ার্ডে সমাবেশ করবে ইয়ুথ লিডাররা

'ইয়ূথ এন্ডিং হাঙ্গার বাংলাদেশ' ঈশ্বরদী ইউনিটের আয়োজনে সাপ্তাহিক জনদাবী কার্যালয়ে নারী নেত্রী সাবিনা ইয়াসমিন-এর সভাপতিত্বে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তারা কন্যাশিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাল্যবিবাহ রোধ করার প্রতিশ্রুতি করেন। সভায় উপস্থিত গন্যমান্য ব্যক্তি এবং ইয়ূথ লিডাররা ইভটিজিং প্রতিরোধে প্রতিটি ওয়ার্ডে সমাবেশ করবেন বলেও জনান, এই উদ্যোগের সঙ্গে স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা একাত্ততা ঘোষণা করেন।

জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরামের সহযোগি সংগঠণের কন্যাশিশু দিবস পালন

বিভিন্ন আয়োজনের মধ্য দিয়ে কৈনানীয়া জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উদযাপন

ফোরাম সদস্য প্রতিষ্ঠান কৈনানীয়া নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০১১ পালন করে। কর্মসূচির মধ্যে ছিল র‍্যালি, আলোচনা সভা। যশোর জেলার কেশবপুর ও তালা উপজেলায় কৈনানীয়ার উদ্যোগে দিবস পালন করা হয়। এছাড়াও রাজশাহীর পুটিয়া উপজেলা, নাটোরের বাঘাতীয় পাড়া এবং সিংড়া উপজেলা, বারিশাল জেলার উজিরপুর ও গৌরনদী উপজেলাসহ ৭টি ইউনিটে উৎসবমুখর পরিবেশে কন্যাশিশু দিবস উদযাপন করা হয়। কর্মসূচিসমূহে টিএনও, মহিলা ও শিশুবিষয়ক কর্মকর্তা, শিক্ষাক-শিক্ষীকা, চেয়ারম্যান, মেম্বারসহ স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী, অনেক অভিভাবকবৃন্দ এবং স্থানীয় এলিট পার্সন উপস্থিত থেকে তাদের মূল্যবান মতামত প্রদান করেন।

কারিতাস বাংলাদেশ এর উদ্যোগে জাতীয় কন্যাশিশুদিবস পালন

কারিতাস বাংলাদেশ দেশের অনেক স্থানে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০১১ উদযাপন করে। খুলনা অঞ্চলের ১২টি উপজেলায় স্কুলপর্যায়ে র‍্যালি, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। কারিতাস বাংলাদেশ এর নিজস্ব প্রোগ্রাম শিশু শিক্ষা কার্যক্রমও এসকল প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে। বরিশাল অঞ্চলের ১০টি উপজেলায় সমাবেশ, র‍্যালি, আলোচনাসভা, সেমিনার এর মাধ্যমে এদিবসটি পালন করা হয়। কর্মসূচিসমূহে কারিতাস বাংলাদেশ এর স্থানীয় কমিটির সদস্যসহ শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা স্বত:স্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করে।

জাতীয় মহিলা আইনজীবি সমিতির উদ্যোগে দেশব্যাপী কন্যাশিশুদিবস উদযাপন

জাতীয় মহিলা আইনজীবি সমিতি দেশের ৬টি ইউনিয়নে র‍্যালি, আলোচনা সভা, বিতর্ক অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্যে দিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস পালন করেছে। এরমধ্যে মানিকগঞ্জের বেতিলা ও জাগিজ ইউনিয়নে বেশ উপভোগ্য এক বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। **'তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারে জানবে শিশু জগৎটাকে'**- শীর্ষক বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এছাড়াও কর্মসূচি শেষে এক মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বরিশাল সদর উপজেলার টুঙ্গীবাড়িয়া ইউনিয়ন ও চরকাউয়া ইউনিয়ন এবং যশোরের শার্শা উপজেলার বাঘআজরা ইউনিয়ন ও পোগা ইউনিয়নে বিপুলসংখ্যক শিশুদের অংশগ্রহণে একই কর্মসূচি পালন করা হয়। এছাড়াও জাতীয় মহিলা আইনজীবি সমিতির নিজস্ব শেল্টার হোম ঢাকা ও গাজীপুরেও আলোচনা সভা, চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

এসিসট্যান্ট ফর স্লাম ডুয়েলার্স (এএসডি)'র স্লাম মাদার এন্ড চিলড্রেন ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টে'র উদ্যোগে কন্যাশিশু দিবস পালন :

এএসডি সমাজের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের অধিকার সুরক্ষায় কাজ করে আসছে। যেসব শিশু নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত, সেসব শিশুদের নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার একটি লক্ষ্য 'জন্মনিবন্ধন' গত তিনবছর ধরে এএসডি করে চলেছে। এরই ধারাবাহিকতায় কন্যাশিশু দিবস উপলক্ষে গত ৩ অক্টোবর বিকেলে স্থানীয় কমিশনার আলহাজ্ব সলিমুল্লাহ সলু'র কার্যালয় সূচনা কমিউনিটি সেন্টারে ২৫১জন অধিকার বঞ্চিত শিশুদের মাঝে জন্মনিবন্ধন সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়। এছাড়াও প্রকল্প কর্ম এলাকার মাঠপর্যায়ের মিটিং গুলোতে শিশু অধিকার ও কন্যাশিশুর অধিকারের তাৎপর্য তুলে ধরে আলোচনা করা হয়। প্রায় ১৬টি দলের এসকল আলোচনা সভায় ৩০২জন কিশোর/কিশোরী, অভিভাবক, সিবিও দল অংশগ্রহণ করে।

সুরভি'র আয়োজনে জাতীয় কন্যাশিশুদিবস-২০১১ উদযাপন

সুরভি নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি নির্যাতন রোধকল্পে কাজ কওে যাচ্ছে। তারমধ্যে রয়েছে যৌতুক নিরোধ, বাল্যবিবাহ রোধ, নারী ও শিশুনির্যাতন দমন, শ্রমজীবি শিশুদেও অধিকার নিশ্চিতকরণ, শিশুশ্রম থেকে শ্রমজীবী শিশুদের ফিরিয়ে এনে স্কুলমূখী করা, শ্রমজীবি শিশুদের বিশেষ করে কন্যাশিশুদের সার্বিক জীবনযাত্রান মান উন্নয়নে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে এডভোকেসি করা, শিশুশ্রম নিরসনে স্থানীয় সরকারের সাথে কাজ করাসহ কন্যাশিশুদের সার্বিক উন্নয়নে কাজ কওে যাচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় গত ৪ অক্টোবর "জাতীয় কন্যাশিশু দিব-২০১১" সুরভি'র কর্ম এলাকাগুলোতে পালন করা হয়। জেলাগুলো হল : ঃ ঢাকা ঃ নারায়নগঞ্জ ঃ লক্ষ্মিপুর ঃ চট্রগ্রাম ঃ রাজশাহী ঃ হবিগঞ্জ ঃ নাটোর ঃ জামালপুর ঃ গাজীপুর। উল্লেখযোগ্য কর্মসূচির মধ্যে ছিল- ক) র‍্যালি খ) বিতর্ক প্রতিযোগিতা গ) চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা ঘ) রচনা প্রতিযোগিতা এবং ঘ) আলোচনা সভা

কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে সুরভি'র সুবিধাভোগী নারী, শিশু, কিশোর-কিশোরী, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, স্থানীয় অধিবাসী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। কর্মসূচির মধ্যে অন্যতম ছিল আলোচনা সভা। আলোচনা সভায় বক্তারা কন্যাশিশুর উপর নির্যাতনরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করেন। আলোচনা সভায় বক্তারা

কন্যাশিশুর উপর নির্যাতন রোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তারা বলেন ‘প্রতিটা পরিবার থেকে নির্যাতন রোধে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।